হিন্দে খিলাফাহ'র সৈনিকদের পক্ষ হতে প্রকাশিত ম্যাগাজিন

রজব - ১৪৪১ হিজরি

হিন্দের আওয়াজ

সংখ্যা ০১

সুতরাং, আপনারা কোথায় যাচ্ছেন!

হিন্দে অবস্থানরত মুসলিমদের প্রতি একটি আহ্বান

'আল মুরসালাত মিডিয়া' - কর্তৃক বাংলায় অনুবাদিত

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

“আমার উম্মতের দুটি দলকে আল্লাহ ﷻ জাহান্নাম হতে মুক্তিদান করেছেন। তাদের একটি দল হিন্দুস্তানের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। অপর দল ঈসা ইবনু মারিয়াম عليه السلام এর সাথে থেকে যুদ্ধ করবে”

(মুসনাদে আহমদঃ ২২৩৯৬)

উঠে দাঁড়ান এবং মৃত্যুবরণ করুন তাঁর রাহে

যার রাহে শাহাদাতবরণ করেছেন আপনাদের পূর্ববর্তীগণ

বাতিলপন্থীরা সর্বদাই ইসলামের শত্রু মুশরিক ও মুরতাদদের কর্তৃক আল্লাহর সত্যবাদী বান্দাদের হত্যাকে, সাধারণ মানুষের কাছে মুওয়াহিদদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার নিদর্শন বলে চালিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা করে। মুনাফিক ও মুরজিফিনদের দ্বারা তারা এটিকে আরও জটিল বিষয়ে পরিণত করে। তারা বলে যে, আল্লাহর পথে জান উৎসর্গকারী এই মুজাহিদগণ নাকি হকের উপর না থাকার কারণে নিহত হয়েছে! কিন্তু এই নির্বোধরা বুঝতে পারে না যে, আসমান ও জমিন সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণীর জন্য তার নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

“আর প্রত্যেক জাতির রয়েছে একটি নির্দিষ্ট সময়। অতঃপর যখন তাদের সময় আসবে, তখন তারা এক মুহূর্তও বিলম্ব করতে পারবে না এবং এগিয়েও আনতে পারবে না”

(আল-আ'রাফ : ৩৪)

এই হুকুমের দিক থেকে, নবী এবং সৎকর্মশীল লোকদের পাশাপাশি কাফির ও অত্যাচারী সকল লোক সমান। এই নির্বোধরা বুঝতে পারে না যে, যেভাবে আল্লাহ ﷻ চান সেভাবে তিনি তার দ্বীনকে রক্ষা করেন, আর এই দ্বীন প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর ফলে তা ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। এটি যদি কোনো কিছুর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হত, তবে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তার মহান সাহাবাদের মৃত্যুর দ্বারা ঘটত। কিন্তু এই দ্বীন তাদের মৃত্যুর অনেক পরেও টিকে রয়েছে, আর আল্লাহ ﷻ একে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং দুনিয়ার বুকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনিই একে রক্ষা করেছেন এবং তাঁর একনিষ্ঠ বান্দাদের নিযুক্ত করেছেন এই দ্বীনকে সাহায্য করার জন্য।

“... তিনি তাদের ভালবাসেন আর তারাও তাঁকে ভালবাসবে, তারা মু’মিনদের প্রতি কোমল আর কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে, তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দাকে তারা ভয় করবে না, ...” (আল মায়িদাহ : ৫৪)

কল্যাণের পথে তারা অগ্রগামী যারা আল্লাহকে ভালোবাসে, যেভাবে তাঁকে ভালোবাসা উচিত এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে, যেভাবে তাঁর ইবাদত করা উচিত। তাদের মধ্য থেকে যখন কারো মৃত্যু হয়, তখন তারা তাদের ভাইদের আবু বকর আস-সিদ্দিকের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, যেমনটা তিনি তার সঙ্গীদের বলেছিলেন,

“যে মুহাম্মাদ ﷺ এর উপাসনা করতো, সে জেনে রাখুক যে অবশ্যই মুহাম্মদ ﷺ মারা গেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করে সে জেনে রাখুক, আল্লাহ বেঁচে আছেন এবং তিনি চিরঞ্জীব”

(আল-বুখারী' আয়িশা, ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত)

আল্লাহর পথে মুজাহিদগণ হলেন, তাঁর সৃষ্টির মধ্যকার বাছাইকৃত বান্দা, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের তিনি শহীদ হওয়ার জন্য বেছে নিয়েছেন এবং যাদের তিনি তাঁর অনুগ্রহমূলক পরীক্ষাসমূহের অধীনে রেখেছেন। তাদের উমারাহগণ আর কমান্ডারেরা তাদের পূর্বেই যুদ্ধের ময়দানে এগিয়ে যান মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে, ফিতনাহর সামনে সবর করে অটল এবং অবিচল থাকে তাদের দ্বীনের উপর। আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কেবল তাদের সংকল্প আর দৃঢ়তাকেই বৃদ্ধি করে। মুজাহিদীনদের কথা হল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবাদের নিকট আনাস ইবনু নাদর رضي الله عنه এর কথার মতো, যখন তিনি উহুদের দিনে কিছু সাহাবাকে ভারাক্রান্ত অবস্থায় দেখেছিলেন। মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে হত্যা করার দাবি করলে তিনি বললেন,

“তোমরা কেন বসে আছো?” তারা বলেছিল, “আল্লাহর রাসূলকে হত্যা করা হয়েছে!” তিনি বললেন, “তাহলে তোমরা তার পরে এই জীবন রেখে আর কি করবে? সুতরাং, উঠে দাঁড়াও এবং মৃত্যুবরণ করো তাঁর উপর যার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুবরণ করেছেন!” অতঃপর তিনি শত্রুর মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং নিহত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছেন। (সিরাত ইবনু হিশাম)

প্রতিটি সময় এবং স্থানে মুওয়াহিদদের মানহাজ এটিই। যখনই তাদের কোন প্রজন্ম চলে যায়, তখন আরেকটি প্রজন্ম তাদের রেখে যাওয়া এই গৌরবময় পথকে অনুসরণ করে, তারা তাদের মাথার উপরে ধরে রাখে তাওহীদের এই পতাকাকে এবং সেই সাথে নতুনভাবে ইসলামের জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, যা অব্যাহত থাকে শির্ক ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে। তাদের প্রত্যেকের স্লোগান এই যে, **“উঠে দাঁড়ান এবং মৃত্যুবরণ করুন তার উপর যার জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন আপনাদের পূর্ববর্তী ভাইগণ”**

হিন্দে আমাদের অগ্রবর্তী অটল থাকা ভাইয়েরা, যেমন ঈসা ফাজিলি, মুঘিস মীর, আবু আনোয়ার, দাউদ শফী, ইশফাক শফী, আবু তুরাব, খতিব ভাই (আল্লাহ তাদের সকলকে কবুল করুন) তাদের মৃত্যু এই দ্বীনের মোটেই ক্ষতি করেনি, যেহেতু আল্লাহ ﷻ এই দ্বীনকে সংরক্ষণ করেছেন। তেমনিভাবে হুজাইফাহ আল-পাকিস্তানী (আমীর সুলতান) যিনি সমানভাবে ক্ষুদ্ধ করেছিলেন কুফফার, মুনাফিকিন আর মুর্জিফীনদেরকে, তার মৃত্যুও ইসলামের মোটেও ক্ষতি করবে না, ঠিক যেমনিভাবে আমাদের পূর্ববর্তী ভাইদের ক্ষেত্রেও এটা ক্ষতি করেনি। আমরা সে ভাইদের, তাদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি যারা আল্লাহর পথে লড়াইয়ের জন্য আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, শাহাদাতের তামান্না নিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন পিছু না হটেই। যাদের ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেছেনঃ

“যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনও মৃত মনে করোনা; বরং তারা জীবিত, তারা তাদের রব হতে জীবিকা প্রাপ্ত, আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ হতে যা দান করেছেন তাতেই তারা পরিতুষ্ট; এবং তাদের ভাইয়েরা যারা এখনো তাদের সাথে সম্মিলিত হয়নি তাদের এই অবস্থার প্রতিও তারা সন্তুষ্ট হয় যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। তারা আল্লাহর নিকট হতে অনুগ্রহ ও নি'আমাত লাভ করার কারণে আনন্দিত হয়; এজন্য যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না”

(আল ইমরান ১৬৯-১৭১)

আল্লাহর অনুমতিক্রমে, তাদের মৃত্যু উলায়াত আল-হিন্দ বা অন্য কোথাও দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদদের ক্ষতি করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাওহীদ ও সুন্নাহর উপর অটল থেকে এগিয়ে যাবেন। মহান আল্লাহ ﷻ এসকল কুফফার, মুরতাদ, মুনাফিক

ভাই হুযায়ফা আল পাকিস্তানী (আল্লাহ তার উপর রহম করুন)

আর মুরজিফিনদের চক্রান্তকে ব্যার্থ করার জন্য তাঁর বান্দাদের মধ্যে হতে একদল সৈনিকদের নিযুক্ত করবেন যারা এদের অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করবে আর মু'মিনদের অন্তরকে করবে প্রশান্ত। ঠিক যেমনিভাবে আল্লাহ সেই লোকদেরকে স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন যারা এই দাওলাহ'র ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এবং একে করেছিলেন দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত, যতক্ষণ না এটি প্রসারিত হয় আর আল্লাহর অনুগ্রহে আজ প্রতিষ্ঠিত এবং সম্প্রসারিত হয়েছে এর মর্যাদা এবং শক্তি।

শায়খ আবু বকর আল-বাগদাদী এবং শায়খ আবুল হাসান আল-মুহাজির (আল্লাহ তাদের কবুল করুন) তাদের শাহাদাতের সংবাদে যখন মুশরিক আর মুরতাদদ্বীনেরা আনন্দিত হয়েছিল, তখন তাদের মনে এই চিন্তাভাবনাই আসেনি যে শায়খদের সৈন্য ও ভাইদেরকে, আল্লাহ ﷻ নিযুক্ত করবেন যারা তাদের নাকসমূহ মাটিতে পিষে ফেলবে আর তাদের অন্তরসমূহকে ক্ষতবিক্ষত করবে। আজ এরা উলায়াত আল-হিন্দ এর বীর পুরুষদের মৃত্যুতে আনন্দিত! যাই হোক, শীঘ্রই এটা এদের অশ্রু প্রবাহের কারণ হবে, যখন আল্লাহ ﷻ তাঁর এই বান্দাদেরকে ওদের কাছে প্রেরণ করবেন এবং এই বীরপুরুষগণ এদেরকে আরও ভয়াবহ শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবে বিইজনিল্লাহ!

আর আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন, যে তাঁকে সাহায্য করে, নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী

(সূরা হজ্জ: ৪০)

ফটো রিপোর্টঃ উলায়াত আল হিন্দে দাওলাতুল ইসলাম - এর মুজাহিদগণ

সুতরাং, আপনারা কোথায় যাচ্ছেন!

হিন্দে অবস্থানরত মুসলিমদের প্রতি একটি আহ্বান

আবু যাকারিয়া আল হিন্দি (হাফিজাহুল্লাহ)

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সাত আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর সৃষ্টিতে ক্লান্ত হননি। সমস্ত প্রশংসা মানবজাতির রব, মানবজাতির মালিক, একমাত্র ইবাদতের যোগ্য আল্লাহর প্রতি। তিনিই প্রথম এবং তাঁর আগে কেউই ছিল না, তিনিই শেষ এবং তার পরে কেউই থাকবে না। মহিমান্বিত আরশের অধিপতি, সর্বাধিক সুন্দর নামসমূহের মালিক। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর, যার কাছে আকাশে বা পৃথিবীতে কোন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কিছুও গোপন থাকে না। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। যিনি পরাক্রমশালী, এক এবং অদ্বিতীয়, যিনি প্রতিশোধ গ্রহণকারী, রহমতের মালিক, যার করুণা প্রাধান্য পায় তাঁর ক্রোধের উপর। আর স্বলাত ও সালাম বর্ষণ হোক নবুয়তের ধারাকে পরিসমাপ্তকারী নবী, যাকে দেওয়া হবে প্রশংসনীয় স্থান, যেদিন কেউ কারও উপকারে আসবে না। তার প্রতি যাকে দেওয়া হয়েছে হাউজে কাউসার। দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। আল্লাহ ﷻ যার বক্ষকে করেছিলেন প্রসারিত। যার স্মরণকে আল্লাহ ﷻ করেছেন মর্যাদা সম্পন্ন। যাতে যখনই আযান, ইকামাহ ও তাশাহুদের সময় আল্লাহর নাম নেওয়া হয়, তখন মুহাম্মদ ﷺ এর নামও উচ্চারণ করা হয়। এবং তাঁর পরিবার, তাঁর সাহাবাগণ এবং কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যারা তাদের অনুসরণ করবে তাদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক।

হিন্দে বসবাসকারী হে মুসলিমগণ! এখনো কি সময় আসেনি যে, আপনাদের অন্তরগুলো আল্লাহর স্মরণে এবং সত্যের যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে তার জন্য কম্পিত হবে? আর আপনারা তো তাদের মতো নন যাদেরকে আপনাদের পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল অথচ তাদের জীবনকাল তাদের জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছিল তার ফলে তাদের হৃদয়ের কঠোরতা বৃদ্ধি পেল এবং তাদের অধিকাংশই ছিল অবাধ্য পাপাচারী।

হে হিন্দের মুসলিমেরা! কোন জিনিস আপনাদেরকে আপনাদের মহান প্রভুর পথ থেকে বিভ্রান্ত করেছে? তিনিই আপনাদের তৈরি করেছেন, আপনাকে আকৃতি দিয়েছেন এবং দিয়েছেন যথাযথ অঙ্গসমূহ। তিনিই আকৃতি দান করার পরে মায়ের গর্ভ থেকে আপনাদের বের করেছেন। তিনি ব্যতীত আপনারা অন্য কোনো স্রষ্টাকে জানেন কি? তাঁর মতো অন্য কেউ আছে কি? সুবহানাল্লাহ! তাঁর মুওয়াহিদ বান্দারা ব্যতীত যারা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক করে, তিনি তাদের থেকে পবিত্র।

মুশরিক মোদী আর তার লালিত কুকুর অমিত শাহ, যারা ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের হিংস্র নৃশংসতায় কোন ছাড় দেয়নি এবং আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূল ﷺ এর বিরুদ্ধে এদের প্রকাশ্য ঘৃণা ও শত্রুতা আরও প্রকট হয়ে উঠেছে আর এর নতুনতম রূপটি এখন হচ্ছে তথাকথিত এই 'নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন' (সিএএ)

মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুশরিকদের নেতৃত্বদানকারী কিছু মালাউন

নিশ্চয়ই হে মুসলিমগণ! এটি আপনাদের রবের পক্ষ থেকে অনেক বড় এক পরীক্ষা। হে মুসলিমরা! পরিস্থিতির কঠোরতা সম্পর্কে কিভাবে বললে আপনারা তা অনুধাবন করতে পারবেন? আপনারা কি দেখতে পান না যে, আপনাদের পূর্বে বানী ইসরাঈলের সাথে কি ঘটেছিল? আপনারা কি তা ভুলে গেছেন যার ব্যাপারে আপনাদের রব বলেছেনঃ

"তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা মৃত্যুকে এড়াবার জন্য নিজেদের ঘর থেকে হাজারে হাজারে বের হয়ে গিয়েছিল? অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে বললেন, 'তোমরা মরে যাও' তারপর তিনি তাদেরকে জীবিত করলেন। নিশ্চয় আল্লাহ তো মানুষের উপর অনুগ্রহশীল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শুকরিয়া আদায় করে না"

(সূরা বাকারা : ২৪৩)

মহান আল্লাহ ﷻ আরও বলেনঃ

"তুমি কি মূসার পরবর্তী বানী ইসরাঈলের প্রধানদের প্রতি লক্ষ্য করোনি? তারা তাদের নাবীকে বলেছিল, 'আমাদের জন্য একজন রাজা ঠিক করুন, যাতে আমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করি'। সে বলল, 'এমন সম্ভাবনা আছে কি যে, যদি তোমাদের প্রতি জিহাদের হুকুম দেয়া হয় তবে তোমরা জিহাদ করবে না'? তারা বলল, 'আমরা কী ওজরে আল্লাহর পথে জিহাদ করব না, যখন আমরা আমাদের গৃহ ও সন্তানাদি হতে বহিস্কৃত হয়েছি'। অতঃপর যখন তাদের প্রতি জিহাদের হুকুম হল, তখন তাদের অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া সকলেই ফিরে দাঁড়াল এবং আল্লাহ যালিমদেরকে খুব ভালভাবেই জানেন"

(সূরা বাকারা :২৪৬)

“আর তাদেরকে তাদের নবী বলল, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য তালূতকে রাজারূপে পাঠিয়েছেন। তারা বলল, ‘আমাদের উপর কীভাবে তার রাজত্ব হবে, অথচ আমরা তার চেয়ে রাজত্বের অধিক হকদার? আর তাকে সম্পদের প্রাচুর্যও দেয়া হয়নি’ সে বলল, ‘নিশ্চয় আল্লাহ তাকে তোমাদের উপর মনোনীত করেছেন এবং তাকে জ্ঞান ও দৈহিক শক্তিতে অনেক সমৃদ্ধ করেছেন। আল্লাহ যাকে চান, তাকে তাঁর রাজত্ব দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ”

(সূরা বাকারা:২৪৭)

হে হিন্দের মুসলিমগণ! এই গভীর নিদ্রা থেকে জেগে ওঠার সময় কি এখনও আসেনি? যা আপনাদের সকলকে নেশার মতো অচল করে ফেলেছে! আপনারা কি এখনও বুঝতে পারেন নি যে, মুশরিক হিন্দুরা আপনার প্রতি কখনই সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না আপনারা পুরোপুরিভাবে ইসলামকে ত্যাগ করেন? একের পর এক আপনাদের এই তথাকথিত ‘নাগরিক অধিকার’ ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আপনাদের কি হয়েছে যে আপনাদের উপলব্ধি করতে পারছেন না যে আপনাদের মর্যাদার শেষ অংশটুকুও ছিনিয়ে নেওয়ার পথে? সুতরাং, এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান! এখানে, খুনী গুন্ডাদের দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত, অমার্জিত মোটা ময়লা কাপড় পরিহিত এক নিরক্ষর চা বিক্রেতা, আইনের পরে আইন, বিলের পরে বিল আর রায়ের পর রায় পাশ করছে আপনাদের বিরুদ্ধে। অতঃপর, এখন আপনাদের শেখায় যে আপনারা এই ভূমির বাসিন্দা নন! আপনারা, যারা এই দেশের রীতিনীতি নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছেন, কিংবা যারা এই পথভ্রষ্ট আলিম নামক জাদুকরদের তন্ত্র-মন্ত্রের জাদুর খপ্পরে পড়েছেন। যারা সামান্য কিছু পার্থিব স্বার্থে ওহীর অর্থকে পাল্টিয়ে দিয়েছে! আসলেই কি আপনারা চান যে, আপনাদের সাথে এটাই ঘটবে? আপনারা কি এমন চিৎকারের জন্য অপেক্ষা করছেন যা চোখসমূহকে সাদা করে ফেলবে, হৃদয়সমূহকে উল্টিয়ে ফেলবে এবং ভয়ে বাচ্চাদের কালো চুলকে সাদা করে ফেলবে? অথবা আপনারা কি আল্লাহর সেই নির্দেশের অপেক্ষায় আছেন যা যে কোনও সময় এসে পড়বে এবং মুখমণ্ডলসমূহকে আঘাত করবে যাতে সেগুলো উল্টো হয়ে ভিতরে ঢুকে যাবে, অথবা বনী ইসরাঈলের নিষিদ্ধ শনিবারে মাছ শিকারীরা যেমন অভিশপ্ত হয়েছিল তেমনি অভিশপ্ত হতে! নাকি আপনারা অপেক্ষা করছেন যে, চোখের পলকেই আপনাদের অন্তর থেকে ইলম ছিনিয়ে নেওয়া হবে? নাকি আপনারা অন্য জাতি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হওয়ার অপেক্ষা করছেন! আর এসব সর্বশক্তিমান প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষে কঠিন নয়।

আর যারা এত নিচে নেমে গিয়েছে যে মুশরিকদের সাথে শুধু নামেই তাদের পার্থক্য! যারা হিন্দুদের প্রতিটি বড়-ছোট আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে নিজেদের দ্বীনকে স্বল্পমূল্যে বিলিয়ে দিচ্ছে। যারা এই মুশরিকদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত! কিংবা যারা এসকল মুশরিকদের শ্রেণিবৈষম্যতাকে গ্রহণ করেছে আর এই নিকৃষ্ট প্রাচীন বৈষম্যেতার নোংরা চর্চাকে ইসলামের দিক থেকে বৈধ করতে চাইছে!

অতঃপর, হে হিন্দের সে সকল পথভ্রষ্ট আলেমগণ! তোমরা যারা তোমাদের বিষাক্ত জিহ্বা আর যাদুকরী মিথ্যা ফতওয়ার দ্বারা লক্ষ লক্ষ বলিষ্ঠ যুবকদের দুর্বল করেছো এবং উম্মতের এত বড় একটি অংশের অন্তরে পারস্পরিক সন্দেহ ও বিদ্বেষের বীজ রোপণ করেছো! হে গোমরাহির আলেমেরা! তোমরা যারা মুসলিমদের মধ্যে বিভক্ত সৃষ্টি করার জন্য প্রতিটি কৌশল, প্রতিটি ছলনা, প্রতিটি প্রতারণা, মহান কুরআন ও সুন্নাহর ভুল ব্যাখ্যাকে ব্যবহার করেছো পরবর্তীতে তোমাদের আসাবিয়াতের কওমগুলোর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য! তোমরা তোমাদের জিহবা দিয়ে এমন সব কথা বলো অথচ তা তোমাদের অন্তরে নেই!

হে ফিতনার আলিমেরা! তোমরা প্রত্যেক বিদ’আতী ফিরকা আর প্রত্যেক ‘দারুল উলূম’ এর সাথে নিজেদের সংযুক্ত করেছো

হিন্দের নামধারী মুসলিমেরা উদযাপন করছে
মুশরিকদের মিথ্যা দেবতা তৃগুত শিব এর শিরকি জন্মদিন

হে পথভ্রষ্ট ব্যক্তিরা, এমন কোন সীমা বাকি নেই যা তোমরা লঙ্ঘন করোনি এবং মৃত ব্যক্তিদের বসিয়েছ রবের আসনে, যাতে তাদের দাঁড় করানো যায় হকের মাপকাঠি হিসেবে আর তোমাদের জীবনের অনেক বড় সময় ব্যয় হয়েছে এই মরীচিকার পেছনে, ঠিক যেমন একটি তৃষ্ণার্ত প্রাণী মরুভূমিতে পানির সন্ধান করে অতঃপর, এক মরীচিকা দেখে এবং ক্লান্তকরভাবে সেটির দিকে এগিয়ে যায়, কিন্তু অবশেষে যখন সে সেখানে পৌঁছে তখন কিছুই পায় না আল্লাহর ক্রোধ ছাড়া!

মাহমুদ মাদানী (বামে) এবং আরশেদ মাদানী (ডানে)
‘অহিংসবাদ’ ধর্মের গোমরাহীর দিকে আহ্বানকারী জ্ঞানের গর্দভদ্বয়

হে মুসলিমগণ! প্রত্যাখ্যান করুন এসকল নিকৃষ্ট বিদ’আতীদের! আর প্রকৃত জ্ঞান হল আল্লাহর ভয়, আর আজ এটিই হারিয়ে গিয়েছে। প্রজ্ঞা সম্পন্ন জ্ঞান আর তাকওয়া প্রতিটি দারুল উলুমের রঙ যা খিলান আর গম্বুজসমূহে থাকে না। আর মৃত আলেমদের দীর্ঘস্থায়ী প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করেও জ্ঞান লাভ করা যায় না, যদিও তারা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন আল্লাহর তাদের উপর রহম করুন। আর আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন হকপন্থী মুজাহিদ আলিমগণ তবে তারা সংখ্যায় কতই না কম। পক্ষান্তরে এসকল পথভ্রষ্ট আলেমদের ব্যাপারে কী হবে! যাদের অন্তর অনেক আগেই মরে গিয়েছে এবং প্রহর গুনছে তাদের পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার দিনের অপেক্ষায়। সুতরাং! তোমরা অপেক্ষা করো, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ...

হে হিন্দের মুসলিমগণ! আপনাদের মাথার উপরে আসন্ন ভয়াবহ বাস্তবতা সম্পর্কে কোন জিনিস আপনাদের জাগিয়ে তুলবে? রাস্তায় জনতার সমাবেশ আর প্রতিবাদের নামে এসকল ধোঁকাময় স্লোগান দেখে বোকা হবেন না। প্রকৃতপক্ষে, এসব শুধুই নিছক কিছু গান ছাড়া আর কিছুই নয়। নাকি আপনারা সত্যিই ভাবেন যে এইভাবেই খাঁটি কালিমা বিশ্বজগতের রবের আরশে গৃহীত হবে? আপনারা কি সত্যিই ভাবেন যে কমিউনিস্ট, নাস্তিক, ক্রুসেডার আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চললে তা আপনাদের যা ইচ্ছা তা অর্জনে সহায়তা করবে? এটি কখনই সৃষ্টির জন্য আল্লাহর বিধান বা তাদের পরিচালনায় আল্লাহর নিয়ম নয়। ইবনু আব্বাস ﵁ হতে বর্ণিত হাদীসটি ইতিমধ্যে পরিষ্কার করে দিয়েছে যে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, **‘যদি সকল মানব ও জ্বীন একত্রিত হয় কোন ব্যক্তির কল্যাণ করার জন্য আল্লাহ যা তার জন্য নির্ধারিত করেন নি, তবে তারা তা করতে সক্ষম হবে না।**

এবং তারা একজন ব্যক্তিরও কোন ক্ষতি করতে পারবে না, ইতিপূর্বে আল্লাহ তার জন্য যা নির্ধারিত করেন নি। এমনকি সকল মানুষ এবং জ্বীন মিলে যদি তা করার জন্য একত্রিত হয়'

আর যদি এটা একজন ব্যক্তির জন্য একটি সামান্য উপকারের ক্ষেত্রেও সত্য হয়, তবে এতো মানুষ ও তাদের অধিকারের ক্ষেত্রে যার জন্য আপনারা যুদ্ধ করছেন, এর জন্য তা কতটা সত্য হবে?

সুতরাং, এটাই কি মূর্খতাপূর্ণ সংহতিবাদ নয়, যার মধ্যে আপনারা সবাই জড়িয়ে যাচ্ছেন! নাকি আপনারা মনে করেন সংখ্যার আধিক্যের কারণে যুদ্ধসমূহে বিজয়ী হওয়া যায়! কিন্তু, ইতিহাস আমাদের শিখিয়েছে ভিন্ন কিছু। যার ব্যাপারে ইতিমধ্যে আপনাদেরকে কাছে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মহিমান্বিত কুরআনুল কারীমেঃ

"আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বড় দলকে পরাজিত করেছে; আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন"

(সূরা বাকারা : ২৪৯)

অতঃপর হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আর কোন ওজর বাকী থাকে?

হিন্দের মুসলিম যুবকদের গোমরাহীর দিকে আহ্বানকারীদের মধ্যে সামনের সারীতে অবস্থানকারী দুই অহিংসবাদীঃ ওয়াইসি (বামে) এবং কানহাইয়া কুমার (ডানে)

হে হিন্দের আহলুস সুন্নাহ! কি আপনাদের বিভ্রান্ত করেছে, আপনাদের সর্বশক্তিমান, প্রজ্ঞাময় রবের পথ থেকে? অথবা আপনারা কি ভাবেন, কোন বিষয়ের ন্যায়বিচার এবং এর মহত্ত্ব নির্ভর করে আপনাদের কতজন কতটা কষ্ট ভোগ করছেন তার উপর? মহান কুরআনে তা ইতোমধ্যে স্পষ্ট হয়েছে যে, একজন মু'মিনকে হত্যা করা সকল মানবজাতির হত্যার সমতুল্য। আর তা এই কারণে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহর পৃথিবীতে মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের অধিকার এমন একটি অধিকার যেখানে সমস্ত মু'মিন সমান। তবে কে আপনাদেরকে এই অধিকারের নিশ্চয়তা দিবে? গণতন্ত্রের ক্ষতিকারক বীজ বপনের কারণে এখন আপনারা আপনাদের সামনে এর তিক্ত ফল পাচ্ছেন। এখানে আপনারা দেখতে পেয়েছেন ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপর্যয়। স্পষ্টভাবে বলতে গেলে যা কেবল সরল এবং সাধাসিধে মুসলমানদের অন্তরে বিদ্যমান ছিল আর এটি কেবল কল্পনার মিথ্যা জাল ছাড়া আর কিছুই নয়; এটা কখনও বরকতময় দ্বীন ইসলাম যে নিশ্চয়তা দিয়েছে তার মতো নয়। যা কেবল পাওয়া যায় শরিয়তের ছায়াতলে। এই জিল্লতির কুফরি আইনে আপনারা পাবেন কেবল এসকল জটিল 'নাগরিক আইন' যা প্রতিটি 'সংশোধন' এর সাথে আরও জটিল থেকে জটিলতর হয়। এখানে আপনারা পাবেন (পথভ্রষ্ট আলেমদের) জাদুকরী কথার মন্দ প্রভাব যা আপনাদের মনে তৈরী করে উদ্ভট সব নিফাকির প্রতিচ্ছবি। এখানে আপনার পাবেন কল্পনার জালে তৈরী ছোট ছোট 'হামান' (মক্কার কাফিরদের এক মূর্তির নাম 'হামান') এবং এই মূর্তির মাটি হল 'সংবিধান' এর কুফরি উক্তি আর শিরকি বাক্যসমূহ; হ্যাঁ, তথাকথিত 'ভারতের সংবিধান' নামক এই মূর্তিটির মাটি হল এর সমস্ত 'দৃষ্টিনন্দন বুলি' এবং এর 'জাদুকরী শব্দসমূহ'। কতজনকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে জাহান্নামের দরজাসমূহে! অথচ এই যুগে আপনাদের ঈমাম রয়েছে। খলিফাহ আপনাদের ডাকছেন জান্নাতের দরজাসমূহে। হ্যাঁ! 'জান্নাত', যার প্রশস্ততা, আসমান আর জমিনের পরিধির সমান। আল্লাহর ক্রোধে ধ্বংসাত্মক মহাপ্লাবন নেমে আসার পূর্বেই তিনি আপনাদের ডাকছেন (নূহের) কিস্তিতে। তাই দেরী হয়ে যাওয়ার আগেই দ্রুত সাড়া দিন আহবানকারীর আহ্বানে। মানবাধিকার নিয়ে জাতিসংঘ এবং পাকিস্তানের মুরতাদ প্রধানমন্ত্রীর ভেড়ার মতো ব্যা-ব্যা ডাক শুনে প্রতারিত হবেন না। গণতন্ত্র আপনাদের বাঁচাতে পারবে না। এখন আপনাদের বাঁচাতে পারে কেবলমাত্র খিলাফাহ'র ছায়াতলে আল্লাহর শারিয়াহ প্রতিষ্ঠা করার জন্য জিহাদের এই মহান বরকতময় আমল।

কাজেই অস্ত্র তুলে নিন এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করুন! এবং জেনে রাখুন, যে কোন ধরণের কাপুরুষতা এই পৃথিবীতে আপনার পূর্বনির্ধারিত হায়াত বাড়িয়ে তুলতে পারবে না আর বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধসমূহে দেখানো সাহস এই পৃথিবীতে আপনার পূর্বনির্ধারিত হায়াতকে কখনও সংক্ষিপ্ত করতে পারে না। কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং কালিসমূহ শুকিয়ে গেছে।

"আর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফিতনা দূর হয়ে যায় এবং দ্বীন আল্লাহর জন্য নির্ধারিত হয়ে যায়। কিন্তু তারা যদি বিরত হয়, তাহলে যালিমরা ছাড়া (কারো উপর) কোন কঠোরতা নেই"

(সূরা বাকারা : ১৯৩)

আল্লাহ ﷻ তাঁর কাজ সম্পাদনে অপ্রতিহত;
কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

“যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেল এবং জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং মৃত্যুবরণ করলো, সে জাহেলিয়াতে মৃত্যুবরণ করলো। আর যে ব্যক্তি লক্ষ্যহীন নের্তৃত্বের পতাকাতলে যুদ্ধ করে গোত্রপ্রীতির জন্যে ক্রুদ্ধ হয় অথবা গোত্রের দিকে আহবান করে অথবা গোত্রের সাহায্যার্থে যুদ্ধ করে (আল্লাহর সন্তুষ্টির কোন ব্যাপার থাকেনা) আর তাতে নিহত হয়, সে জাহেলিয়াতের উপর মৃত্যুবরণ করে”

গ্রন্থঃ সহীহ মুসলিম

বর্ণনাকারী রাবীঃ আবূ হুরায়রা رضي الله عنه

আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে গোত্রপ্রীতির এই জাতীয়তাবাদের প্রতি আহ্বান হচ্ছে আসাবিয়্যাহ এর দিকে ডাকা এবং আসাবিয়্যাহ এর জন্য রাগান্বিত হওয়া আর আসাবিয়্যাহ এর পক্ষে লড়াই করা। আর এতেও কোন সন্দেহ নেই যে জাতীয়তাবাদের প্রতি আহ্বান হচ্ছে সীমালংঘন, ঔদ্ধত্য এবং অহংকারের প্রতি আহ্বান করা।

যেহেতু জাতীয়তাবাদ, রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত জীবনযাত্রার পথ বা বিধান নয় যে তা লোকেদের উপর অত্যাচার এবং গর্ব-অহংকার করা থেকে বিরত রাখবে। বরং এটি জাহিলিয়াতের সময় থেকেই একটি ভ্রান্ত আদর্শ যা জনগণকে তা নিয়ে গর্ব ও আসাবিয়্যাহ এর পথে পরিচালিত করে যদিও তারা হয় অত্যাচারী এবং অন্যরা হয় নিপীড়িত

আকীদাহ সংক্রান্ত ১০ টি মাসয়ালা

একজন মুসলিম হিসেবে যা জানা আবশ্যক

পর্বঃ ০১ - "প্রথম তিনটি মাসয়ালা"

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। স্বলাত ও সালাম বর্ষিত হোক নাবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপর। অতঃপর...

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ
طلب العلم فريضة على كل مسلم
“ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ”
[ইবনু মাজাহ]

ইমাম বায়হাকী (রাহিমাহুল্লাহ) এই হাদীসের সাথে আরেকটু কথা সংযুক্ত করে বলেন, “নিশ্চয় তিনি (রাসূল ﷺ) এর মাধ্যমে সাধারণ ইলম উদ্দেশ্য নিয়েছেন; (আল্লাহই ভাল জানেন)। যা জানা থাকা (শিক্ষা করা) প্রত্যেক বুদ্ধিমান প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের একান্ত কর্তব্য। [আল মাদখাল ইলা সুনানিল কুরা]

ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল: ইলম (জ্ঞান) কী জিনিস? মানুষের উপর তার কতটুকু অর্জন করা ফরজ? প্রতিউত্তরে তিনি বলেছিলেন, ইলম দুই প্রকারঃ তন্মধ্যে একটি এমন যা কোন বুদ্ধিমান প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের অজানা থাকলে চলবে না; বরং সকলেরই তা জানা থাকতে হবে। এটা ফরজ। এই ইলম কুরআন ও হাদীসে বিদ্যমান আছে। তা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করেন না। [আর-রিসালাহ লিশ শাফেয়ী]

আহলে ইলমগণ সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, শরয়ী ইলম ওয়াজিব হওয়ার দিক থেকে দুই প্রকারঃ

১. ফরজে কিফায়া। অর্থাৎ, এমন ইলম যা শিক্ষা করা সকল মুসলমানের উপর ফরজ। তবে তাদের মধ্যে থেকে একটি দল বা জামাআত এই ইলম প্রয়োজন পরিমাণ শিক্ষা করলে সকলের পক্ষ থেকে এই ফরজ আদায় হয়ে যাবে এবং তারা বিশেষভাবে সম্মানিত ও সওয়াবের অধিকারী হবেন এবং অন্যরাও ফরজ আদায় না করার গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে। কিন্তু যদি সকলেই এই ইলম শিক্ষা করা ছেড়ে দেয় তাহলে সকলেই গুনাহগার হবে। যেমনঃ কুরআনে কারীম হিফজ (মুখস্ত) করা, তার তাফসীর শিক্ষা করা, হাদীস ও উসূলে হাদীস, ফিকহ ও উসূলে ফিকহ ইত্যাদি ইলম অর্জন করা ফরজে কিফায়া।

২. ফরজে আইন। অর্থাৎ, এমন ইলম যা শিক্ষা করা প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক বুদ্ধিমান লোকের উপর ফরজ। যে এই ইলম শিক্ষা থেকে বিরত থাকবে সে গুনাহগার হবে। এবং এর জন্য আল্লাহর দরবারে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। সুতরাং, এখানে আমরা আকীদা সংক্রান্ত এমনই দশটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো; যা জানা থাকা প্রত্যেক মুসলমানের উপর একান্ত কর্তব্য।

প্রথম মাসআলাঃ ‘তিনটি মৌলিক বিষয়’
যে তিনটি মৌলিক বিষয় সকলেরই জানা থাকতে হবে তা হলঃ
(এক) আমার রব কে? (দুই) আমার দ্বীন কী? (তিন) আমার নবী কে?
এই মৌলিক তিনটি বিষয় সকলকেই জানতে হবে। অর্থাৎ যদি প্রশ্ন করা হয়, তোমার রব কে? উত্তর হবে, আমার রব হলেন, ‘আল্লাহ’; যিনি আমাকে এবং মহাবিশ্বের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আর তিনিই আমাদের লালন পালন করেন এবং তিনি ব্যতীত আমাদের আর কোন মাবুদ বা উপাস্য নেই। আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত ও উপাসনা করি। যদি প্রশ্ন করা হয়, তোমার দ্বীন কী? তাহলে উত্তর হবে, আমার দ্বীন ‘ইসলাম’। আর এটা হল মহান আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের সামনে নিজেকে আত্মসমর্পণ করা ও একনিষ্ঠভাবে তার ইবাদত করা এবং সকল প্রকারের শিরক ও আহলে শিরক থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত হওয়া। আর যদি প্রশ্ন করা হয়, তোমার নবী কে? তাহলে এর উত্তর হবে, আমাদের নবী হলেন মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুল মুত্তালিব ইবনু হাশেম। হাশেম আরবের শ্রেষ্ঠ কোরাইশ বংশের লোক। আর আরব ইসমাঈল ইবনে ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) এর বংশধরদের বসতি।

দ্বিতীয় মাসআলাঃ ‘দ্বীনের মূলভিত্তি দুইটি’
১. এক আল্লাহর শিরকমুক্ত ইবাদত এবং এর প্রতি আহবান। এর সাথে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক এবং এর পরিত্যাগকারীকে কাফের সাব্যস্ত করা।
২. ইবাদতে শরিক স্থাপনের ভয়াবহতা তুলে ধরা। এক্ষেত্রে কঠোর হওয়া। যারা এ জঘন্য পাপে লিপ্ত, তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ ও তাদের কাফের সাব্যস্ত করা। এ মূলনীতি থেকেই ‘আল ওয়ালা ওয়াল বারা’ তথা, বন্ধুত্ব ও শত্রুতার অলঙ্ঘনীয় আকিদাহ প্রমাণিত হয়। এই আকীদাহ দ্বীনের ভিত্তিতে মুসলিম ও অমুসলিমদের মাঝে পার্থক্য রেখা টেনে দেয় এবং ভূমি বা জাতীয়তাকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে। এ বিশ্বাসের সূত্রেই একত্ববাদী মুসলিম আমার দ্বীনি ভাই। তার সাথে সুসম্পর্ক ও তার সহযোগিতার ব্যাপারে আমি অঙ্গীকারাবদ্ধ, চাই পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক না কেন। অপরদিকে, কাফের মুরতাদ যত নিকটজনই হোক না কেন; সে আমার শত্রু।

তৃতীয় মাসআলাঃ ‘لا اله إلا الله এর অর্থ’
সকল মুসলিমের কালিমাতুত তাওহীদ لا اله إلا الله এর অর্থ ভালভাবে জানা থাকতে হবে। অর্থাৎ, কালিমাতুত তাওহীদ لا اله إلا الله ইসলাম ও কুফরের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী কালিমা। এটা কালিমাতুত তাকওয়া, ‘উরওয়ায়ে উসকা’ তথা শক্ত হাতল। এর অর্থ না জেনে না বুঝে শুধু মুখে উচ্চারণ করলে এবং তার দাবি না মানলে, এর হক আদায় হবে না। অর্থাৎ, মু'মিন হওয়া যাবে না। কেননা মুনাফিকরাও এই কালিমা মুখে উচ্চারণ করে। অথচ তারা জাহান্নামের অতলে নিক্ষিপ্ত হবে।
لا اله إلا الله এই কালিমা মুখে উচ্চারণ করার সাথে সাথে তার অর্থ জানতে হবে এবং বুঝতে হবে। এই কালিমাকে ভালোবাসতে হবে এবং এই কালিমাকে যারা ভালোবাসে তাদেরকে ভালোবাসতে হবে এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে হবে। পক্ষান্তরে, ঐ সকল লোকদের ঘৃণা করতে হবে যারা এই কালিমাকে গ্রহণ করেনি এবং এই কালিমার সাথে শত্রুতা স্থাপন করে। সর্বোপরি, যারা এই কালিমা অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে।

لا اله إلا الله - এই কালিমার দুইটি অংশঃ
এক. (لا اله) - ‘না’ বাচক অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে যে কোন ধরণের ইবাদত উপাসনা পরিহার করতে হবে।
দুই. (إلا الله) - ‘হ্যাঁ’ সূচক অর্থাৎ, সব ধরণের ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই করতে হবে। অন্য কারো সাথে সামান্য পরিমাণও শরিক করা যাবে না।
لا اله إلا الله - এর দাবি হল محمد الرسول الله সাক্ষ্য দেওয়া। আর محمد الرسول الله এর সাক্ষ্যদানের যথার্থতা তখন বাস্তবায়িত হবে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ যা আদেশ করেছেন তা পুঙ্খানুপুঙ্খ মানা হবে এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা সম্পূর্ণ পরিহার করা হবে।

হিন্দের আওয়াজ

"কাফেলা এগিয়ে যাচ্ছে! এই কাফেলায় যোগদান করতে আপনি যত বেশি দেরি করবেন তা ততই দূরে চলে যাবে আর তত বেশি কঠিন হয়ে যাবে এই কাফেলার নাগাল পাওয়া"

- ইমাম আনোয়ার আল আওলাকি (রাহিমাহুল্লাহ)

তাই ছুটে আসুন হিন্দের প্রবেশপথ কাশ্মীরে
'দাওলাতুল ইসলাম' এর বীরপুরুষদের এই গৌরবময় কাফেলায় শামিল হতে